WELCOME TO PRESENTATION

MD. FORHAD SARKER
INSTUCTOR(BANGLA)

INSTITUTION: SAPAHAR GOVERNMENT TECHNICAL SCHOOL AND COLLEGE, SAPAHAR, NAOGAON.

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

- নুরু, শাফি, আয়েশা, রেহানা বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে পরির দিঘিরপারে মিলিত হয়েছে। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে চাল, ডাল, ডিম, মসলা সব কিছু। জমিয়ে পিকনিক হবে। রান্নার ধুম লেগেছে। রান্না শেষ হতেই নুরুর দেখাদেখি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল দিঘির জলে। দাপাদাপি যেন শেষ হতেই চায় না। শেষে রেহানার চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় পাত পেড়ে খেতে বসল। খাবার মুখে দিয়েই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নুন-নুন দেওয়া হয়নি যে। আবার এক দফা হেসে নিয়ে সবাই গপাগপ খিচুড়ি খেতে বসে গেল। খুউব ক্ষুধা পেয়েছে যে।

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

ক. রান্নার কারসাজি দেখাবে কে?

খ. নৌকাভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে কী দিতে চেয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে কবিতার কী অমিল লক্ষ করা যায়-আলোচনা করো।

ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন-বিশ্লেষণ করো।

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

ক. রান্নার কারসাজি দেখাবে ছোকানু।

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

খ. নৌকাভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে কী দিতে চেয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: নৌকাভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে একটি রুপোর সিকি ও দুটো আনি দিতে চেয়েছিল।

দুরন্ত কিশোর কানাই তার ছোট বোন ছোকানুকে নিয়ে নৌকায় ভ্রমণ করার স্বপ্ন দেখে। সে তাকে ও তার ছোট বোনকে নৌকায় তোলার জন্য মাঝিকে অনুরোধ করে। নৌকাভ্রমণের পারিশ্রমিক হিসেবে তার কাছে থাকা রুপোর সিকি এবং বোনের কাছে থাকা দুটো আনি সবই মাঝিকে সে দিতে চায়। অন্যভাবে বলতে গেলে তাদের সবটুকু সম্বলই কানাই নৌকাভ্রমণের বিনিময়ে মাঝিকে দিতে চায়।

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

প্রশ্ন: গ. উদ্দীপকের সঙ্গে কবিতার কী অমিল লক্ষ করা যায়-আলোচনা করো।

উত্তর: উদ্দীপকের নুরু, শফি, আয়েশা, রেহানা বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে পিকনিক করে তাদের কল্পনা বা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছে। কিন্তু 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাইয়ের স্বপ্ন কল্পনায়ই সীমাবদ্ধ। এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে কবিতার অমিল লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের নুরু, শফি, আয়েশা, রেহানা তাদের কৈশোরের দুরন্তপনায় অজানায় হারানোর স্বপ্নকে সার্থক করে তুলেছে। মনের সাধ মিটিয়ে তারা জমিয়ে পিকনিক করেছে পরির দিঘির পারে। তারা যে যার বাড়ি থেকে রান্নার সব উপকরণ নিয়ে এসেছে। তারা দিঘির জলে দাপাদাপি শেষে কলাপাতায় রান্না করা খিচুড়ি খেয়েছে।

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার কানাইও ছোট বোন ছোকানুকে নিয়ে নৌকায় পদ্মা নদীতে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখেছে। সে তার বোনকে নিয়ে একের পর এক নদী পাড়ি দিয়ে মনের সাধ পূরণ করতে চায়। কিন্তু কানাইয়ের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। কানাইয়ের নৌকাভ্রমণের স্বপ্নকে সে বাস্তবের নৌকাভ্রমণ দ্বারা সার্থক করতে পারেনি। অথচ উদ্দীপকের কিশোর-কিশোরীরা তাদের কল্পনাকে বাস্তবে সম্ভব করেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে কবিতার অমিল লক্ষ করা যায়।

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন-বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

উদ্দীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলাদা হলেও উভয়ই কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

উদ্দীপকে কিশোর মনের আবেগ পিকনিকের আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দিঘিরপারে জমিয়ে রান্নাবান্না করে তারা তাদের দুরন্তপনার বাস্তব জীবনে হারিয়ে গেছে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায়ও একজন কিশোরের দুরন্তপনার চমত্কার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ছোট বোন ছোকানুকে নিয়ে সে হারিয়ে গেছে কল্পনার অন্য ভুবনে।

নদীর স্বপ্ন- বুদ্ধদেব বসু

উদ্দীপকের নুরু, শফি, আয়েশা, রেহানা সবাই কৈশোর জীবন পার করেছে। মনের আবেগকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তাদের অদম্য ইচ্ছা। বড়দের সব বিধি-নিষেধ দূরে ঠেলে তারা পরির দিঘিরপারে পিকনিকের আনন্দে মেতে উঠেছে। দিঘির জলে অবাধ দাপাদাপির পর পরিতৃপ্তির ভোজ তাদের আবেগকে অবাধ স্বাধীনতার রূপ দিয়েছে।

'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় দুরন্ত কিশোর কানাই কল্পনার ভেলায় ভেসে ভেসে নদীর নৈসর্গিক রূপ উপভোগ করেছে। এখানে কল্পনাবিলাসী এক বালকের নৌকাভ্রমণের মধ্য দিয়ে মনের আবেগ প্রকাশের মনোমুগ্ধকর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। কিশোর বয়সের ধরনই হলো দুরন্তপনা ও আপসহীন। বাঁধভাঙা কল্পনার উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া এই বয়সের স্বভাব। বড়দের শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করেও তারা অজানার পানে হারিয়ে যেতে চায়। উদ্দীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কিশোর মনের আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের আবেগের প্রকাশ ঘটেছে পিকনিকের আয়োজনে আর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদীভ্রমণের কল্পনার ভুবনে হারিয়ে গিয়ে।